ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 202-209
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.024

হুমায়ূন আহমেদের ‘মিসির আলি! আপনি কোথায়?’ উপন্যাসের মনঃসমীক্ষণাত্মক সমালোচনা

ড. প্রসেনজিৎ দাস, *স্নাতক শিক্ষক, পালাটানা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উদয়পুর, গোমতী, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 15.10.2024; Accepted: 26.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Humayun Ahmed, a prominent figure in the literary, cultural, and artistic landscape of Bangladesh, is renowned as a novelist, short story writer, essayist, playwright, filmmaker, and professor. His popularity has soared in the Bangladeshi literary world since the 1970s. One of his most celebrated novel series is 'Misir Ali'. A popular novel from this series is 'Misir Ali! Apni Kothay?'. The protagonist, Misir Ali, is a psychology professor and psychiatrist. People approach him with various problems. Misir Ali is highly trusted for his psychological counseling.

Faruk, one of Misir Ali's students, approaches him with a complex issue. He believes his wife, Ayna, occasionally disappears into mirrors. Seeking a solution to this problem, Faruk turns to his beloved professor, Misir Ali. Faruk is convinced that only Misir Ali can unravel the mystery surrounding his wife. Through psychological examinations of Faruk and Ayna, Misir Ali resolves the issue. According to Misir Ali's analysis, the entire incident is a figment of Faruk's imagination. As a psychology student, Faruk is aware of the concept of 'delusion'. His wife, Ayna, has aided him in this delusion. Moreover, Faruk's wife's name is also Ayna, and he has a particular fascination with her. Considering all these factors, Faruk has delved into the world of delusion.

Novelist Humayun Ahmed, in 'Misir Ali! Apni Kothay?', introduces a fictional scenario and provides a thorough analysis of it. The author presents each event through a subtle psychological analysis.

Keywords: Psychology, Parapsychology, Telepathy, Psychoanalysis, Hypothesis, Reality, Delusion.

বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বাংলাদেশের শিল্প সংস্কৃতি ও সাহিত্যের জগতে হুমায়ুন আহমেদ একটি জনপ্রিয় তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং অধ্যাপক। তবে উপন্যাসের প্রতিই তিনি অধিক দায়বদ্ধ ছিলেন। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা দুই শতাধিক। লিখেছেন বহু জনপ্রিয় উপন্যাস সিরিজ ‘শুভ্র’, ‘মিসির আলি’, ‘হিমু’ প্রভৃতি।

কথাকার হুমায়ুন আহমেদের একটি জনপ্রিয় উপন্যাস সিরিজ 'মিসির আলি'। এই উপন্যাস সিরিজের মিসির আলি চরিত্রটিকে নিয়ে তিনি লিখেছেন ২২টি উপন্যাস। 'মিসির আলি' সিরিজের প্রতিটি উপন্যাসে পাত্র পাত্রী ও ঘটনার মানসিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের প্রাধান্য রয়েছে।

'মিসির আলি' সিরিজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস 'মিসির আলি! আপনি কোথায়?'। গভীর মনোবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে হুমায়ুন আহমেদ আলি চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। উপন্যাসে মিসির আলিকে তিনি উপস্থাপন করেছেন মনোবিজ্ঞানের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও মনোসমীক্ষকের ভূমিকায়।

মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাঁর অপরিসীম খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা। ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে। তারা মনে করে "মিসির আলি স্যার এমন একজন পূণ্যবান ব্যক্তি যার কাছাকাছি বসে থাকলেও পূণ্য হয়।" [১]

মিসির আলির চিন্তা করার ধারা এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিন্যাস তাঁর ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। এসকল গুণাবলীর কথা ছেড়ে দিলেও মানুষ হিসাবে মিসির আলির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা। মিসির আলিও ছাত্রছাত্রীদের অকৃত্রিম স্নেহ করেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নানা ভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেন। যেমন, মিসির আলি একদিন ক্লাসে গিয়ে বলেছিলেন-

'আমি মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তার চিন্তা করার ক্ষমতার ভেতর একটা সম্পর্ক বের করার চেষ্টা করেছি। তোমরা হচ্ছ আমার প্রথম সাবজেক্ট। তোমরা সবাই তোমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করবে এবং বোর্ডে লেখা পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দেবে।

১. রাতে বাতি নিভিয়ে ঘুমাও না বাতি জ্বালিয়ে ঘুমুতে যাও?
২. উচ্চতা ভীতি কি আছে?
৩. দিঘির পানির কাছে গেলে কি পানিতে নামতে ইচ্ছা করে?
৪. আগুন ভয় পাও?
৫. পরিচিত কোন ফুল পেলে কি গন্ধ শুঁকে দেখ?'[২]

ছাত্রছাত্রীরা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছিল। মিসির আলি এর মধ্য দিয়ে মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে ক্লাসের তিনজন হাত দরিদ্র ছাত্রকে খুঁজে বের করেছিলেন যাদের ইউনিভার্সিটির পড়ার খরচ তাঁকে যোগাতে হবে। এর মধ্য দিয়ে আমরা মিসির আলির গভীর মনঃবিশ্লেষণ ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাই।

মিসির আলি একজন সাইকোলজির অধ্যাপক এবং একজন মনঃসমীক্ষক হলেও প্যারা-সাইকোলজি এবং প্যারা নর্মাল জগৎ সম্পর্কে অপরিসীম আগ্রহ ও কৌতূহল রয়েছে। তাই সারা জীবন ধরে তিনি অতিপ্রাকৃতের সন্ধান করেছেন এবং অবিশ্বাস্য সব ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য লৌকিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ছাত্রদের তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন লজিক ব্যবহারে।

আমার এই নর্মাল ভূবনে প্রতিনিয়ত বহু প্যারা-নর্মাল ঘটনা ঘটে চলেছে, বিজ্ঞানীদের কাছে যার কোন ব্যাখ্যা নেই। টেলিপ্যাথি এমনি একটি বিষয় যার কোন সহজ বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায় না। আলোচ্য উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয় যে ফারুকের স্ত্রী আয়না প্যারা নর্মাল মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন এক নারী। সে টেলিপ্যাথির মাধ্যমে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম । এই উপন্যাসে আয়নার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতার প্রথম পরিচয় পাই প্রথম পরিচ্ছদে। সে তার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতার মাধ্যমে মিসির আলিকে কবিতা শুনিয়েছে। এছাড়া উপন্যাসে দেখা গেছে পাঁচটি খুনের মামলার সঙ্গে জড়িত মুকসেদ ফারুকদের পাশের ফ্ল্যাটের বাংলার প্রফেসার সাহেবের বাড়িতে লুকিয়ে ছিল একথা আয়না ফারুককে জানালেও ফারুক

গুরুত্ব দেয়নি। ভেবেছিল সবই আয়নার কল্পনা। তখন আয়না তার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে পুলিশকে মুকসেদের অবস্থানের কথা জানিয়ে দিয়েছিল। পুলিশ সাহেবের কথায় জানা যায়-

'শরীর খারাপ লাগছিল। আমি থানা থেকে দুপুরবেলা বাসায় গেলাম। খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছি হঠাৎ স্বপ্নে দেখি অতি অপরূপা এক মেয়ে আমাকে বলেছে ওসি সাহেব! ঘুম থেকে উঠুন। ভয়ংকর খুনি কামাল কোথায় আছে আমি জানি। এই হল ঠিকানা। সে ঠিকানা বলল। একবার না কয়েকবার।
আমার ঘুম ভাঙল। ইউনিফর্ম পরলাম। আমি পুলিশ নিয়ে ফ্ল্যাট ঘেরাও করলাম। হারামজাদাটাকে পেয়ে গেলাম।'[৩]

লেখক হুমায়ুন আহমেদ একজন অতিযুক্তিনিষ্ঠ মানুষ এবং বিজ্ঞানের অধ্যাপক হলেও তিনি বিশ্বাস করতেন প্যারানর্মাল জগতে সাইকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ জন্মে। তাঁর এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপন্যাসে বাস্তব জগৎ থেকে কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন রাশিয়ার এস রেলায়েন্ড নামের একজন শৌখিন চিত্রকর পদার্থবিদের সামনে তিন মিনিট গ্রেভিটেসনে ছিলেন। মেঝে থেকে এক ফুট উঁচুতে ভেসে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। সায়েন্টিস্টরা কিছুই ধরতে পারেনি। ইসরায়েলের যুরি গেলাষর নামক এক ব্যক্তি দৃষ্টিতে চামচ বাঁকা করতে পারতেন। যদিও ম্যাজিশিয়ানরা দাবি করেছিল যে সেখানে কিছু ম্যাজিকের কৌশল ছিল। বিবিসি টেলিভিশনে তাঁর চামচ বাঁকানো দেখানো হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সায়েনটিস্ট ও ম্যাজিশিয়ানরাও, কিন্তু কেউই কিছু ধরতে পারেনি।

মূলত হুমায়ুন আহমেদ আমাদের চারপাশের নর্মাল ভুবনের পাশে অতিলৌকিক প্যারা নর্মাল ভুবনকেও এই উপন্যাসে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য তিনি বাস্তব জগতের কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন।

মিসির আলি চরিত্রের মূল দিক হল লজিক ব্যবহার করে মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে জীবন জটিলতার সহজসূত্র নির্দেশ। মিসির আলির ভাষায়- "অন্ধকারে ঢিল ছোড়া আমার স্টাইল না। আমি লজিক ব্যবহার করি। লজিক পাশাখেলা না। লজিক অন্ধকারে ঢিল ছোড়ে না।"[৪]

মনোবিজ্ঞানী Sigmund Freud সম্মোহন পক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চিকিৎসার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। তিনি দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করে এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। প্রথমত, রোগীকে সম্মোহিত করে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় ধারণাগুলো সঞ্চারিত করা। দ্বিতীয়ত, রোগীকে সম্মোহিত করে তার রুদ্ধ আবেগের মুক্তি দেওয়া।প্রথম পদ্ধতির নাম 'সম্মোহন পদ্ধতি' (Hiponotic Method) এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি হল 'বিরেচন পদ্ধতি' (Carthartic Method)

হুমায়ুন আহমেদ 'মিসির আলি! আপনি কোথায়?' উপন্যাসে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছেন মিসির আলির মধ্য দিয়ে। উপন্যাসে দেখা যায় তরিকুল ইসলাম আকস্মিক ভাবে কুকুর ভীতিতে কাবু হয়ে গেলে মিসির আলি তার চিকিৎসা করেছেন-

"মিসির আলির হাতে পকেট ঘড়ির চেইন। চেইনের মাথায় ঘড়ি। তিনি ঘড়িটা পেন্ডুলামের মতো সামান্য দুলাচ্ছেন। তাদের বাঁ দিকে খাটের উপর আয়না বসে আছে। আয়নার চোখে তীব্র কৌতূহল। আয়নার পাশেই তার মা। ঘোমটা টেনে তিনি নিজেকে আড়াল করেছেন। মহিলা কিছুটা ভয় পাচ্ছেন। তিনি এক হাতে মেয়েকে শক্ত করে ধরে আছেন।

মিসির আলি বললেন, হেডমাস্টার সাহেব!

জ্বি।

আপনি সারারাত ঘুমান নি এখন আপনার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসছে।

জ্বি।

আপনি কল্পনা করুন নতুন একটা জায়গায় বেড়াতে গেছেন। জায়গাটা ফাঁকা। গাছপালা ছাড়া আর কিছু নেই। জায়গাটা কি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন? চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন।

তরিকুল ইসলাম চোখ বন্ধ করে গাঢ় স্বরে বললে, দেখতে পাচ্ছি।

জায়গাটা কেমন একটু বলুন তো?

সুন্দর। খুব সুন্দর। ফুলের বাগান আছে।

ঠান্ডা বাতাস কি বইছে?

জ্বি।

ফুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছেন না?

পাচ্ছি।

একটা পুরানো কাঠের বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন?

হুঁ।

দোতলা বাড়ি না?

জ্বি।

খুঁজে দেখুন দোতালায় উঠার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িটা বের করুন।

আচ্ছা।

সিড়ি খুঁজে বের করে আমাকে বলুন। সিঁড়ি পেয়েছেন?

পেয়েছি।

এখন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করুন। এক একটা ধাপ উঠবেন আর আপনার চোখ গাঢ় হতে থাকবে। সপ্তম ধাপে উঠে গভীর ঘুমে আপনি তলিয়ে যাবেন। উঠতে শুরু করুন। প্রথম ধাপ উঠেছেন?

জ্বি উঠেছি।

দ্বিতীয় ধাপ?

হুঁ।

ঘুম পাচ্ছে?

হুঁ।

তৃতীয়।

হুঁ।

আপনার শরীর ভারী হয়ে গেছে। আপনার পা তুলতেও কষ্ট হচ্ছে চতুর্থ ধাপ। উঠেছেন?

হুঁ।

চতুর্থ, পঞ্চম এখন সপ্তম ধাপ উঠবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বেন। আপনি পা দিয়েছেন সপ্তম ধাপে।

তরিকুল ইসলাম বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তাঁর মাথা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসেছে। আয়না আপলক তাকিয়ে আছে।

মিসির আলি বললেন, তরিকুল ইসলাম সাহেব।

জ্বি।

ঘুমাচ্ছেন?

জ্বি।

আপনার কেমন লাগছে?

ভালো।

আমি দু'বার হাত তালি দেব। তালির শব্দে আপনার ঘুম ভাঙবে। ঘুম ভাঙার পর আপনি কুকুর ভয় পাবেন না। কুকুর ভীতি আপনার পুরোপুরি দূর হবে।

মিসির আলি দু'বার হাত তালি দিলেন। তরিকুল ইসলাম চোখ মেললেন। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। আয়না বলল, বাবা কুকুরের ভয়টা কি গেছে?

তরিকুল ইসলাম বললেন, কুকুরের কিসের ভয়?"[৫]

এইভাবে হিপ্নোটিক সাজেশনের মধ্য দিয়ে মিসির আলি তরিকুল ইসলামের কুকুর ভীতি দূর করেছেন। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে মানসিক রোগীর মন থেকে রোগের লক্ষণটি দূর করা সম্ভব। তবে লেখক বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন যে-

"এই বইয়ে লেখা হিপ্নোটিক সাজেশনের পদ্ধতিটি কেউ ব্যবহার করতে চাইলে সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। Trance state -এ চলে যাওয়া কাউকে ভুল সাজেশন দেওয়া ঠিক না। এতে বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।"[৬]

'মিসির আলি! আপনি কোথায়?' উপন্যাসের মূল রহস্যটি ঘনিয়ে উঠেছে মিসির আলির ছাত্র ফারুকের স্ত্রী আয়নাকে নিয়ে। ফারুকের স্ত্রী আয়না মাঝে মাঝে আয়নার ভেতরে ঢুকে যায় এই রহস্যের সন্ধানে ফারুক তার প্রিয় অধ্যাপক মিসির আলির সাহায্য প্রার্থনা করেছে। মিসির আলির প্রতি ফারুকের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং অগাধ বিশ্বাস। মিসির আলির মনোবিশ্লেষণ তাঁকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে আসছে ছাত্র জীবন থেকে। তাই নিজের জীবনের রহস্য অনুসন্ধানে ব্যর্থ হতে প্রিয় শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়েছে। কারণ, "মিসির আলি স্যার আমার (ফারুক) কাছে অতিমানব।"[৭] ফারুকের বিশ্বাস একমাত্র তিনিই পারেন তার স্ত্রীর রহস্যের সমাধানসূত্র নির্দেশ করতে।

মিসির আলি ছাত্র ফারুকের চিঠি পেয়ে নেত্রকোনা জেলার কইলাটি গ্রামে ফারুকের শ্বশুড় তরিকুল ইসলামের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন। তরিকুল ইসলাম জামাইয়ের শিক্ষক মিসির আলিকে এতটাই আদর যত্ন দিয়ে ভরিয়ে দিলেন যে, "আদরকে কেউ অত্যাচারে পরিণত করতে পারে মিসির আলির সেই অভিজ্ঞতা ছিল না।"[৮]

শহুরে জীবনে অভ্যস্ত মিসির আলি ঢাকা থেকে কইলাটি গ্রামে এসে অল্প সময়ের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেন। তাছাড়া রহস্যের খুঁজে এসে দুদিন পরেও কোন রহস্যের সন্ধান পাননি। তৃতীয় দিন আয়নাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। তাঁর কাছে "মেয়েটিকে এই পৃথিবীর বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে অন্য কোনো ভূবনের। পৃথিবীর কোন মেয়ে এত রূপ নিয়ে জন্মায় না।"[৯]

এখানে মিসির আলি একজন মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও প্যারা নর্মাল ভূবনকে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর আয়নাকে দ্বিতীয় দর্শনে তাকে সাধারণ মেয়ের মতই মনে হয়েছে। তিনি এর একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন আয়না অস্বাভাবিক মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন নারী। অন্যের ব্রেইনে প্রভাব ঘটানোর মত মানসিক ক্ষমতা তার রয়েছে। এজন্য ব্রেইনের ইলেক্ট্রিকেল সিগন্যাল প্রভাবিত করে সে কখনো কখনো নিজেকে সুন্দর হিসাবে উপস্থাপন করে।

আয়না মাঝে মধ্যেই একনাগাড়ে দু-তিন দিন দরজা বন্ধ করে থাকে। সেই সময় তার খাওয়া দাওয়া বন্ধ থাকে এমনকি জল পর্যন্ত খায় না। তার পর খুব স্বাভাবিক ভাবেই দরজা খুলে বের হয়ে আসে। তরিকুল

ইসলামের কাছে একথা শুনে মিসির আলি প্রথম যে ধারণাটি করেছেন তা হল আয়না তরিকুল ইসলামের পালিতা কন্যা। কারণ, তিনদিন ধরে দরজা বন্ধ করে থাকা সত্ত্বেও তরিকুল ইসলাম কিংবা তার স্ত্রীর মধ্যে কোনো অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়নি। তারা দুজনেই অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত। সম্ভাব্য দুটি দিক নিয়েই চিন্তা করেছেন প্রথমত, মাতাপিতা হয়তো মেয়ের পাগলামি দেখে অভ্যস্ত। দ্বিতীয়ত, কোন মা-বাবাই সন্তানের পাগলামি দেখে অভ্যস্ত হতে পারে না। সন্তানের অস্বাভাবিকতা তাদের চঞ্চল করে তুলবেই। এইভাবে প্রতিটি ঘটনাকে যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করে মিসির আলি একটি সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হন।

ফারুকের স্ত্রী আয়না আয়নার ভিতরে ঢুকে যাওয়ার অস্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে, এই রহস্যের সমাধানে মিসির আলি প্রথমে তিনটি হাইপোথিসিস দাঁড় করিয়েছেন। প্রথমত: তিনি মেনে নিয়েছেন যে আয়নার ভিতরে ঢুকার অস্বাভাবিক ক্ষমতা তার রয়েছে। তা মেনে নেওয়ার ভিত্তি হল আয়নার স্বীকারোক্তি এবং ফারুকের বক্তব্য, কিন্তু বিজ্ঞান এই হাপপোথিসিসকে গ্রহণ করবে না। কারণ, আয়না একখন্ড কাঁচের টুকরো যার পেছনে প্রলেপ লাগানো থাকে। এর ভেতরে মানুষের ঢুকা সম্ভব নয়। মিসির আলি নিজে তা মেনে নিলেও বিজ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে তা অগ্রাহ্য করবে। তার পরেও এই হাইপোথিসিস দাঁড় করানোর কারন হল ভুলের ভেতর দিয়ে অনেক সময় শুদ্ধকে খুঁজে পাওয়া যায়।

মিসির আলির দ্বিতীয় হাইপোথিসিস হল, আয়নার ভেতরে কেউ কখনো ঢুকেনি, সুতরাং সেও ঢুকতে পারে না। তবে এক রিয়েলিটি (reality) থেকে অন্য রিয়েলিটিতে (reality) যেতে আয়না লাগে না। মানুষ বিছানায় ঘুমিয়েও রিয়েলিটি পরিবর্তন করতে পারে। আয়না মেয়েটির ক্ষেত্রেও তা ঘটতে পারে। এটি মনোবিজ্ঞান সম্মত হাইপোথিসিস।

মিসির আলির তৃতীয় হাইপোথিসিস অনুযায়ী সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই আয়নার স্বামী ফারুকের কল্পনা। ফারুক সাইকোলজির ছাত্র। সুতরাং ডিলিউসন (Delusion) এর বিষয়টি সে জানে। তার স্ত্রী আয়না তাকে ডিলিউসন (Delusion) এ সাহায্য করেছে। তাছাড়া ফারুকের স্ত্রীর নামও আয়না এবং আয়নার প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে ফারুক ডিলিউসন (Delusion) এর জগতে চলে গেছে।

মূল সিদ্ধান্তে পৌছানোর পূর্বে মিসির আলি ফারুক এবং আয়নাকে হিপ্নোটিক সাজেশনের মাধ্যমে তাদের সমস্যার প্রকৃত সমাধানসূত্র নির্দেশ করতে চান। একজন অভিজ্ঞ মনোসমীক্ষকের ন্যায় মিসির আলি তাদের হিপ্নোটিক সাজেশন দিয়েছেন এভাবে:

"এখন তাকাও আমার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি আয়না জগতে ঢুকে যাবে। সেই জগৎ
গুটি পাকিয়ে আয়নার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

আয়না এই বলটা হাতের মুঠির মধ্যে নাও। এখন তুমি যাত্রা শুরু করেছ আয়না জগতের দিকে। তোমার জন্য আনন্দময়। সেখানে ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, ছায়া ছায়া অস্পষ্ট জগৎ। তুমি কি তৈরি?

জ্বি।

আয়না জগতে ঢুকে যাবার পর তোমাকে আমি প্রশ্ন করব তুমি উত্তর দেবে।...

আচ্ছা।

মিসির আলি কাগজ কলম হাতে নিলেন। কাগজে লিখলেন নদী, পাখি, ফুল। কাগজটা বলের মতো জগৎটা মাটির নিচে। সিঁড়ি বানানো আছে। একেকটা সিঁড়ি পার হবে আর আয়না জগতের কাছাকাছি যেতে থাকবে, তোমার এখন ঘুম পাচ্ছে, আয়না ঘুম পাচ্ছে?

পাচ্ছে।

প্রথম সিঁড়ি পার হলে। এই দ্বিতীয় সিঁড়ি। আয়না ঘুম পেলে চোখ বন্ধ করে ফেল। তুমি তৃতীয় সিঁড়ি পার হয়েছ। এখন পার হলে চতুর্থ সিঁড়ি। আর একটা ধাপ শুধু বাকি। এই ধাপটা পার হলেই তুমি আয়না জগতে। তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

অস্পষ্ট।

আয়না বড় বড় নিশ্বাস ফেলছে। সামান্য দুলছে। ফারুক নিজেও বড় বড় নিশ্বাস ফেলছে। সেও দুলছে। মিসির আলি নিশ্চিত আয়না জগতে আয়না একা ঢুকবে না। ফারুক নিজেও ঢুকে যাবে।

আয়না?

হুঁ।

এখন শেষ ধাপ পার হও। আয়না জগতে ঢুকে যাও। আয়না দুলুনি বন্ধ করে স্থির হয়ে গেল মিসির আলি ফারুকের দিকে তাকালেন সেও মূর্তির মতো স্থির।"[১০]

মিসির আলি ফারুক ও আয়নাকে হিপ্নোটিজমের মধ্য দিয়ে আমাদের নরমাল ভূবন থেকে নিয়ে গেছেন প্যারানরমাল ভূবনে। তিনি সাইকলজির পদ্ধতি ব্যবহার করে খুঁজে পেতে চেয়েছেন প্যারাসাইকোলজিক রহস্যের সমাধান।

মিসির আলি হিপ্নোটিক সাজেশনের মধ্য দিয়ে ফারুক ও আয়নাকে পরাবাস্তব জগৎ থেকে যখন পুনরায় বাস্তবে ফিরিয়ে আনলেন দেখা গেল আয়নার হাতে কাগজে লেখা নদী, ফুল, পাখি শব্দগুলি Mirror Image হয়ে গেছে। যার উপর ভিত্তি করে তিনি বিশ্বাস করে নিয়েছেন যে, ফারুক ও আয়না সত্যিই আয়নার জগতে যাতায়াত করে। তাদের প্রতি মিসির আলির উপদেশ-

"প্রকৃতি একই ধরণের দুজনকে কাছাকাছি এনেছে। তার নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। তোমরা আলাদা হয়ো না। তার জন্য তোমাদের যদি পুরোপুরি আয়না জগতে স্থায়ী হতে হয় হবে। এর বেশি আমার কিছু বলার নেই। Good luck."[১১]

মিসির আলি আয়না জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জানেন না। একজন মনোসমীক্ষক হিসাবে তিনি শুধু আমাদের নরমাল ভুবন সম্পর্কেই ধারণা করতে পারেন, প্যারা নরম্যাল জগৎ সম্পর্কে কোন ধারনা করতে পারে না। তাই আয়না ও ফারুকের রহস্যেরও কোন সমাধান তিনি দিতে পারেননি।

ঔপন্যাসিক 'মিসির আলি! আপনি কোথায়?' উপন্যাসে একটি কাল্পনিক ঘটনার অবতারণা করে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। উপন্যাসে প্রতিটি ঘটনাকে লেখক সূক্ষ্ম মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. আহমেদ হুমায়ুন, মিসির আলি সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৮০।
২. তদেব, পৃ. ৭৯।
৩. তদেব, পৃ. ৬৪, ৬৫।
৪. তদেব, পৃ. ৭৪।
৫. তদেব, পৃ. ৫১, ৫২।
৬. তদেব, পৃ. ৫৩।
৭. তদেব, পৃ. ৮৪।
৮. তদেব, পৃ. ১৫।

৯. তদেব, পৃ. ১৭।
১০. তদেব, পৃ. ৮৫, ৮৬।
১১. তদেব, পৃ. ৮৯।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আহমেদ হুমায়ুন, মিসির আলি সমগ্র (প্রথম খন্ড), অনন্যা, ঢাকা, ২০১২।
২. আহমেদ হুমায়ুন, মিসির আলি সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩।
৩. বাসার আফজালুল, বিশ শতকের সাহিত্য তত্ত্ব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৩।
৪. মিত্র মাধবেন্দ্র, মিত্র পুষ্পা (অনুবাদ), সিগমুন্ড ফ্রয়েড: মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৪।
৫. রহমান হাবিবুর, পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্বঃ দ্রুপদী ও আধুনিক, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪।